

‘জ্ঞানেশ কুমারকে সরানো না পর্যন্ত আন্দোলন চলবে’, মমতার তোপ



নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : শ্রীরামপুরের জনসভা থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে ফের সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে আসছেন তিনি। শনিবারের সভা থেকেও সেই প্রসঙ্গ তুলে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেন মমতা। শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে আয়োজিত সভায় মমতা দাবি করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, শুক্র থেকেই এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের তথ্য সংক্রান্ত দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও সে সময় দল প্রশ্ন তুলেছিল বলে দাবি করেন তিনি। জ্ঞানেশ কুমারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, তিনি অন্যান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন। তাঁর দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরানো না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বক্তব্যের সময় জ্ঞানেশ কুমারকে ‘ভ্যানিশ কুমার’ বলে কটাক্ষও করেন তিনি। মমতার অভিযোগ, বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়া করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৯৩ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। একইসঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে অনিয়ম হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর আরও দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত কাজের সময় কর্ম ৬ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপির কবী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্ম জমা দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। এই সংক্রান্ত তথ্য তাঁদের কাছে রয়েছে বলেও সভা থেকে দাবি করেন মমতা। নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল নেত্রী। তবে তাঁর তোলা অভিযোগগুলির সত্যতা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। শ্রীরামপুরের এই সভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কর্মসূচির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা হাই কোর্টের অনুমতি পাওয়ার পর শর্তসাপেক্ষে কোর্ট ময়দানে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী। ভোটার তালিকা, এসআইআর এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আগামী দিনের রাজনৈতিক বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন মমতা। একইসঙ্গে তিনি দলীয় কবী-সমর্থকদের আয়োদান চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন। মমতার বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং এসআইআরকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগে, ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত নিয়ে চূড়ান্ত অবস্থান কমিশনের বক্তব্যের ভিত্তিতেই স্পষ্ট হবে। শ্রীরামপুরের সভা থেকে মমতার বার্তা, এসআইআর এবং ভোটার তালিকা নিয়ে আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসবে না তৃণমূল। তাঁর কথার, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই আগামী দিনেও চলবে।

শ্রীরামপুরের সভার আগে কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৬ সেপ্টেম্বর : শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। শনিবার সভাস্থলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে উত্তরপাড়ায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল। তাঁর দাবি, গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, লাঠি এবং ভিন্ন হেডা ছা। হামলায় গাড়ির কাচ ভেঙে যাওয়া এবং এসআইআরকে তিনি আহত হয়েছেন বলে জানান কুণাল। তাঁর ডান কাঁধেও চোট লেগেছে বলে দাবি। ঘটনার পর কুণাল ঘোষ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়ার পথে একাধিক জায়গায় রাস্তা আটকে দেওয়া হচ্ছিল। তাঁর গাড়ি থামিয়ে কারা সভায় যাচ্ছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছিল বলেও দাবি করেন তিনি।হামলার পর কুণাল বলেন, গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আরও বড় দৃষ্টান্ত ঘটতে পারে। তাঁর দাবি, রাস্তার আর একদল লোক লাঠি ও রড নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যান চালাচ্ছে বাধা তৈরি করেছিল। হামলার ঘটনায় নিজের শরীরে কাচের টুকরো ঢুকে যাওয়ার কথাও জানান তিনি। ঘটনার পর পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে রওনা দেন তৃণমূল নেতা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানান চান, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচির আগে পর্যাণ্ড নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেন করা হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানুউতোর। তৃণমূলের পক্ষ থেকে হামলার জন্য বিজেপিকে দায়ী করা হয়েছে। অভিযোগে, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবে না পেরে বিরোধীরা হামলার পথ নিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে হামলার সঙ্গে দলের কোনো যোগ থাকার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, ঘটনাটি তাদের সংগঠিত কোনও কর্মসূচির অংশ নয়। স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ থেকেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে বলে পাষ্টা দাবি করেছে গেরুয়া শিবির।এই ঘটনার মধ্যেই শনিবার বিকেলে শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা হয়। কলকাতা হাই কোর্টের অনুমতি এবং নির্দিষ্ট শর্ত মেনেই সভার আয়োজন করা হয়েছে।

পুরভোটের আগে রাজ্য পুলিশে বড় রদবদল

কলকাতা-সহ উত্তরবঙ্গে ২৬ আইপিএসের দায়িত্ব বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পুরভোটের আগে রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল। কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করা হল শীর্ষ আধিকারিকদের। শুক্রবার জারি করা নির্দেশিকায় মোট ২৬ জন আইপিএস অফিসারের দায়িত্বে পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ট্রাফিক বিভাগের যুগ্ম কমিশনার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিককে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেবেন্দ্রপ্রকাশ সিংহকে উত্তরবঙ্গের আইবি২র আইজি পদে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশের এসটিএফের আইজিপি পদে থাকা সুধীর্কুমার নীলকান্তকে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম কমিশনার পদেও পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৯ ব্যাচের আইপিএস অফিসার সুখেন্দ্র হীরা, যিনি এতদিন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (নিরাপত্তা) পদে ছিলেন, তাঁকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি (নিরাপত্তা) করা

হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগেও নতুন মুখ আনা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিআইজি, আইবি পদে থাকা আইপিএস ভোলানাথ দক্ষিণবঙ্গের মধোই সীমাবদ্ধ থাকেনি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও একাধিক পুলিশ আধিকারিককে নতুন দায়িত্ব দেওয়া



পাশেওকে কলকাতা পুলিশের নতুন জয়েন্ট কমিশনার (ট্রাফিক) করা হয়েছে। অন্যদিকে, এতদিন জয়েন্ট সিপি (ট্রাফিক) পদে থাকা আইপিএস সূর্যপ্রতাপ যাদবকে আইপিএস সূর্যপ্রতাপ যাদবকে ডিআইডি, আইবি পদে পাঠানো হয়েছে। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটেও গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয়েছে। সেখানে ডিসি পদে দায়িত্ব পাচ্ছেন কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার পুলিশ প্রশাসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে একসঙ্গে পরিবর্তন এল। তবে রদবদল শুধু কলকাতা

থেকে প্রশাসনিক প্রস্তুতি ধীরে ধীরে জোরদার হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে পরিবর্তনের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আধিকারিক বদল হওয়ায় এই নির্দেশিকাকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে সরকারি নির্দেশিকায় বদলির নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এই রদবদল, নাকি আসন্ন নির্বাচনী প্রস্তুতির সঙ্গে এর কোনও যোগ রয়েছে- তা নিয়ে সরকারি ভাবে কোনও ব্যাখ্যা এখনও সামনে আসেনি।

বিতর্কের মাঝেই তিন কমিশনারের বৈঠক, এসআইআরে বড় বদল-শুনানিতে সশরীরে হাজিরা বাধ্যতামূলক নয়

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : নির্বাচন কমিশনের অন্দরে মতপার্থক্য নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই শনিবার দিল্লির নির্বাচন সদনে বৈঠকে বসল কমিশনের ফুল বেষা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সাহু এবং বিরেক জেথী। সাম্প্রতিক বিতর্কের আবহে এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বৈঠকের পর এসআইআর বা বিশেষ নির্বিড সংশোধন সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কমিশন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে এসআইআর-এর নোটসি পাওয়া ভোটারদের শুনানির ক্ষেত্রে নিয়মে পরিবর্তন। কমিশন জানিয়েছে, সাধারণভাবে নোটসি পাওয়া ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইআরও বা এইআরও অফিসে সশরীরে হাজির হতে হবে না। প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে। তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শুনানির প্রয়োজন হতে পারে। দিল্লিতে এসআইআর-এর সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দাবি ও আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

নোটসি, দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির সময়সীমা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে। এসআইআর নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই কমিশন ফের দাবি করেছে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি তিন



কমিশনারের সম্মতিতেই নেওয়া হয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, মতামত বা পরামর্শ নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা এবং ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অংশ। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কমিশনের যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই। এর আগে একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, গত প্রায় ১০ মাসে দুই নির্বাচন কমিশনার

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়। বিরোধী দলগুলির একাংশ নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে। অন্যদিকে কমিশন স্পষ্ট করে জানায়, প্রতিবেদনে কিছু নির্দিষ্ট নোট বা আপত্তিকে আলাদা করে তুলে ধরা হলেও পুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণের

প্রক্রিয়াটি তার চেয়ে বিস্তৃত। শনিবারের বৈঠকে কমিশন এসআইআর-এর পাশাপাশি ECINet এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ও পর্যালোচনা করেছে। কমিশন জানিয়েছে, ভবিষ্যতে প্রতিটি বৈঠকের এজেন্ডা আগে থেকে প্রচার করা হবে এবং বৈঠকের কার্যবিবরণীও প্রকাশ করা হবে। ফলে সাম্প্রতিক বিতর্কের মধ্যেই তিন নির্বাচন কমিশনারের একসঙ্গে বৈঠক এবং এসআইআর সংক্রান্ত নিয়মে এই পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে নোটসি পাওয়া ভোটারদের জন্য সশরীরে শুনানির বাধ্যবাধকতা শিথিল হওয়ায় প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করার চেষ্টা করেছে কমিশন-এমনটাই তাদের সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট। নির্বাচন কমিশনের তথ্য সংক্রান্ত দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও সে সময় দল প্রশ্ন তুলেছিল বলে দাবি করেন তিনি। জ্ঞানেশ

কুমারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, তিনি অন্যান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন। তাঁর দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরানো না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বক্তব্যের সময় জ্ঞানেশ কুমারকে ‘ভ্যানিশ কুমার’ বলে কটাক্ষও করেন তিনি। মমতার অভিযোগ, বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার

নন্দীগ্রামে ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্য

হাসিরানি রথের প্রচারে ২ ও ৪ অক্টোবর জোড়া সভা শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রচারে আরও জোর বাড়াতে চলেছে বিজেপি। দলীয় প্রার্থী হাসিরানি রথের সমর্থনে আগামী ২ ও ৪ অক্টোবর নন্দীগ্রামে পরপর দু’টি সভা করার কথা রয়েছে বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। শনিবার প্রচারে বেরিয়ে নিজেই এই কর্মসূচির কথা জানিয়েছেন হাসিরানি রথ। ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেওয়ার পরই এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছে। বিজেপি এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে হাসিরানি রথকে, যিনি শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা। ফলে শুরু থেকেই নন্দীগ্রামের ভোটকে ঘিরে রাজনৈতিক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। শনিবার বুপ্তির মধোই নন্দীগ্রামে জনসংযোগ করেন হাসিরানি রথ। নন্দীগ্রাম-২ রেকের শিবরামপুর, হানুহুইয়া ও কালীবাড়ি এলাকায় টোটেয় চেপে প্রচার চালানোর পাশাপাশি পথসভাতেও অংশ নেন তিনি। স্থানীয় একাধিক মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন বিজেপি প্রার্থী। প্রচারে শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ ব্যবহার উঠে আসে হাসিরানির বক্তব্যে। নন্দীগ্রামকে শুভেন্দুর রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই কেন্দ্র থেকে তিনি শুভেন্দুর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে চান। তাঁর বক্তব্যে নন্দীগ্রামের সঙ্গে শুভেন্দুর দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথাও উঠে আসে। প্রচারপর্বে বিজেপি প্রার্থী আরও দাবি করেন, তাঁদের মূল লক্ষ্য শুধু জয় নয়, জয়ের ব্যবধানও বাড়ানো। বিরোধী দলগুলির সাংগঠনিক অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপি যেখানে ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রচার চালাচ্ছে, সেখানে বিরোধীরা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ধরে রাখার লড়াইয়ে রয়েছে। নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনকে ঘিরে অবশ্য রাজনৈতিক লড়াই ইতিমধ্যেই তীব্র হয়েছে। বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেস ও বাম প্রার্থীরাও প্রচারে রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে মিলন প্রধান বর্তমানে পুরনো একটি মামলায় বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকায় তাঁর প্রচার নিয়ে আলাদা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নন্দীগ্রামে বিজেপির প্রচারের মূল মুখ হয়ে উঠেছেন হাসিরানি রথ এবং শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপিও ইতিমধ্যে উপনির্বাচনের জন্য সাংগঠনিক দায়িত্ব বণ্টন করেছে। আগামী ২ ও ৪ অক্টোবর শুভেন্দুর পরপর দু’টি সভা নন্দীগ্রামের প্রচারে আরও গতি আনতে পারে। ভোটের আগে শেষ পর্যায়ের প্রচারে বিজেপি কতটা ব্যবধান তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এগাচ্ছে, সেই বার্তাই এই সভাগুলিতে সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। নন্দীগ্রামে ভোটগ্রহণ হবে ৬ অক্টোবর। ফল প্রকাশ হবে ৯ অক্টোবর। ফলে শেষ মুহূর্তের প্রচার, প্রার্থীদের জনসংযোগ এবং রাজনৈতিক দলগুলির সাংগঠনিক তপরতার দিকে এখন নজর গোটা রাজ্যের।

বিজেপিতে ‘উপেক্ষা’র অভিযোগ ক্যাপ্টেনের, কংগ্রেসে ফেব্রার জল্পনা ঘিরে ফের চর্চা

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : পাঞ্জাবের রাজনীতিতে ফের আলোচনার কেন্দ্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। রাজ্য রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও বিজেপি নেতৃত্ব তাকে পাঞ্জাবের বিশেষ যথেষ্ট পরামর্শের সুযোগ দিচ্ছে না-এমনই অভিযোগ করেছে তিনি। তাঁর মন্তব্যের পরই কংগ্রেসে তাঁর সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনে নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে অমরি ৭দর সিং নিজে বিজেপি ছাড়ার কোনও ঘোষণা করেননি এবং কংগ্রেসে ফেরার বিষয়টিও নিশ্চিত করেননি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অমরিন্দর সিং বলেন, পাঞ্জাবের রাজনীতিতে তাঁর প্রায় ছয় দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য বিজেপি নেতৃত্বের আরও বেশি পরামর্শ নেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দলের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর মতামত সবসময় চাওয়া হয় না। অমরিন্দরের এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে, যখন পাঞ্জাবের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ফলে তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্য

এরপর ৬-র পাতায়

চিকেন নেককেই হাতিয়ার করে শত্রু দমনের পরিকল্পনা মোদী সরকারের

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র সংযোগ স্থল শিলিগুড়ি করিডর। যাকে সাধারণভাবে ‘চিকেন নেক’ বলে ডাকা হয়। মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া এই সরু ভূমিখণ্ডটি এখন আর দুর্বলতার প্রতীক নয়। বরং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এটি হয়ে উঠছে এক শক্তিশালী, বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা ঢাল। সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যাতে কোনো পরিস্থিতিতেই উত্তর-পূর্বের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না হয় এবং সীমান্ত নিরাপত্তা আরও মজবুত হয়। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই করিডরের গুরুত্ব অপরিসীম। এর একপাশে নেপাল ও ভুটান, অন্যপাশে বাংলাদেশ, আর কাছেই চিনের চুম্বি উপত্যকা। এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই এটি সবসময়ই কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল। সেই কারণে ভারত সরকার এখন এখানে বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। এর মধ্যে রয়েছে ভূগর্ভস্থ কমান্ড হাব, আধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এইসব প্রকল্পে

এরপর ৬-র পাতায়

পাকিস্তানে পুলিশ চৌকিতে বিস্ফোরণ

ইসলামাবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর : এক সপ্তাহের মধ্যেই ফের ভয়াবহ বিস্ফোরণে কৈপে উঠল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ। শনিবার ডেরা ইসমাইল খান জেলায় একটি পুলিশ চৌকিতে আত্মঘাতী হামলার অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় ৩০ জন। নিহতদের মধ্যে নিরাপত্তাকর্মীরাও রয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী সংস্থা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেরা ইসমাইল খান জেলার দারাজিল্লা এলাকার আমান মেলা চেকপোস্টের কাছে বিস্ফোরণটি ঘটে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি নিয়ে হামলাকারী পুলিশ চৌকির কাছে এসে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজন আহতের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ শুরু করে। বিস্ফোরণের প্রকৃতি এবং হামলায় ঠিক কতজন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন, তা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনে সংখ্যাগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে উদ্ধারকারী সংস্থার হিসাবে মৃতের সংখ্যা অন্তত ১১ এবং আহত প্রায় ৩০।

আদানিরা দার্জিলিংয়ে ‘রোপওয়ে’ করতে চলেছে



দার্জিলিং,২৬সেপ্টম্বরঃপ্রায় সারা বাংলায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে আদানি গ্রুপ। আদানির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যেমন দারুন সম্পর্ক প্রধানমন্ত্রীর তেমনই খুবই নিবিা। সম্পর্ক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ফলে বাংলায় বাণিজ্যের পথ তার প্রসারিত। এবার আদানি গ্রুপ দার্জিলিংয়ে করতে চলেছে রোপওয়ে। এবার পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনে জুড়তে চলেছে নয়া পালক। পালাবদলের বঙ্গে এবার নতুন দিগন্ত দেখবে পাহাড় সুন্দরী দার্জিলিং? নবান্ন সূত্রে খবর, কাশিয়ং থেকে দার্জিলিং রোপওয়ে তৈরির প্রস্তাব নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে আদানিরা। বৃহস্পতিবার কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির প্রতিনিধিদলের বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কাশিয়ং টু দার্জিলিং প্রস্তাবিত রোপওয়ের দৈর্ঘ্য হতে পারে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার। সরকারি স্তরে প্রকল্পটি অনুমোদন পেলে তবেই মনেন মেনে টেন্ডার ডাকা হবে। তবে রোপওয়ে প্রকল্পের বিস্তারিত রুট, স্টেশন, প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো, বিনিয়োগ বা নির্মাণের সময়সীমা সম্পর্কে কোনও সিন্ধাউই এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে নবান্ন সূত্রে যা জানা যাচ্ছে, রোপওয়েতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির রপ নির্ভর করে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ থেকে ১৮০০ যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হতে পারে। সড়কপথে ৩০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে যে সময় লাগে, তার অর্ধেকের কম সময় পৌঁছানো যাবে গন্তব্যে।কাশিয়ং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত মূলত হিল কার্ট রোড বা অন্যান্য পাহাড়ি রাস্তার উপর নির্ভর করতো হয় পর্যটকরা। পরিণতিতে রোপওয়ে হলে তা সড়কপথের একটি বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে। যাত্রীবাহকের সময় যেমন কমবে, তেমনই পাহাড়ি রাস্তায় চাপি চাপও কমবে। যানজটের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। অনেকাংশে হ্রাস পাবে দূষণও।

মনসা পূজার ভাসান উপলক্ষে

দক্ষিণ ২৪ পরগনার

কানমারিতে বাইচ প্রতিযোগিতা



দক্ষিণ ২৪ পরগনা,২৬সেপ্টেম্বরঃ মনসা পূজার বিসর্জনে বিশেষ আয়োজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কানমারীতে (Kanamari Manasa Puja)। ঐতিহ্য মেনে মেতে উঠল দেহাকার মানুষ। ডিড জমল নদীর দুই কূলো উসবের মূল আকর্ষণ ছিল ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং কানমারী মস্য বাজার কমিটির মৌখ উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এ বছরও গ্রামীণ মেলার অখণ্ড অঙ্গ হবে. উঠল এই জলক্রীড়া। প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য পূজাপাদ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিমুক্তানন্দজী মহারাজ-সহ সংঘের বহু বিশিষ্ট সন্ন্যাসী। মহারাজদের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট স্থান থেকে শুরু হয় নৌকোগুলির দৌড়। নদীর বুকে সারি সারি নৌকোর রেষারেখি দেখতে দুই পাড়ে ভেঙে পড়ে মানুষ। চিকার আর করতালি ভেসে আসে তীরের দু’পাশ থেকে। কানমারী বাজার সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে প্রতি বছরই মনসা পূজার আয়োজন হয়। এই পূজো ও নৌকাে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিনের এক সাংস্কৃতিক মেলাবন্দন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কানমারীর এই মেলার বয়স ইতিমধ্যে ৭০ বছর অতিক্রম করেছে। প্রযুক্তির যুগে বদলেছে বিনোদনের ধরন। কিন্তু মনসা পূজো ও নৌকাে যিরে গ্রামবাসীর আবেগ আজও এতটুকু ফিকে হয়নি।

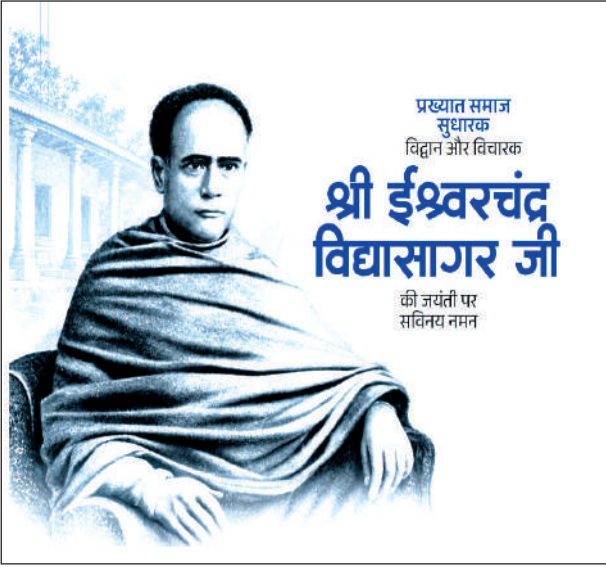
যোযাফ

দুরন্ত প্রহরান (প্রাঃ) লিমনটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাৱত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ডাৱেক্স নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তীতে বিনশ্র শ্রদ্ধা নিবেদন লোকসভার অধ্যক্ষ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ মহান সমাজ সংস্কারক, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ তথা অনন্য মানবতাবাদী চিন্তাবিদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিডলা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে সহ একাধিক শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। শনিবার এই মহান মনীষীর জন্মতিথিতে শিক্ষা প্রসারণ ও সামাজিক মূল্যবোধের সংস্কারে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন নেতৃবৃন্দ।

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিডলা সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’এক বাতায় লেখেন, বিদ্যাসাগরের মহানতা কেবল তাঁর প্রগাঢ় পণ্ডিত্য বা সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা পরিলক্ষিত হতো তাঁর নিরহংকারী জীবনযাপন, সংবেদনশীল হৃদয় এবং সাধারণ মানবিক করুণার মধ্যে। তিনি অভাবী ও পীড়িত মানুষের সহায়তায় সর্বদা নিজেই নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে অগাধ পণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, বিনম্রতা এবং সেবাত্রতের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটেছিল।কেন্দ্রীয়,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। ‘বর্ণপরিচয়’ মাধ্যমে তিনি বাংলা বর্ণমালা ও ভাষাকে কেবল এক আধুনিক ও সহজবোধ্য রূপই দেননি, বরং কোটি কোটি শিশুর জন্য জন্মানের আলোকবর্তিকাও উন্মোচিত করেছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর আত্মনা আত্মাত্যাগ ও সংগ্রাম আজও সমারস্ফলক সমাজকে সঠিক দিশা দেখায়।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ



সিং নারীশিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অসামান্য ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, বালিকা শিক্ষার সমর্থনে তিনি একের পর এক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং নারীসমাজের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছিলেন। পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও লিপি পুনর্গঠনেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে বিদ্যাসাগরকে আধুনিক যুগের অন্যতম সেরা সমাজ সংস্কারক হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, নারীদের অধিকার রক্ষা এবং বিধবা পুনর্বিবাহ এই প্রয়াস অমূল্য। একজন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, প্রকাশক, যুক্তিবাদী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী পণ্ডিত হিসেবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর এই কালজয়ী অবদান যুগ যুগ ধরে সমাজকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে

কঙ্গোয় সেনাবিমান ভেঙে পড়ল জনবসতিপূর্ণ এলাকায়, দুই জেনারেল সহ নিহত ১৪

কিনশাসা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্য আফ্রিকার দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর (ডিআরসি) দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে শুক্রবার এক মার্মান্তিক সেনাবিমান দুর্ঘটনায় সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের এক আধিকারিক, জওয়ান ও সাধারণ নাগরিক সহ অন্তত ১৪ জনের করণ মৃত্যু হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, বিমানটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর কিংউইট থেকে রাজধানী কিনশাসার দিকে যাচ্ছিল। যাত্রাপথে আচমকিই বিমানটিতে তীব্র যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। বিপদ বুঝে পাইলট কাগোঙ্গো প্রদেশের কেনেগে এলাকায় বিমানটিকে উল্লেখ্যি অবতরণ করানোর আশ্রয় চেষ্টা করেন। তবে সেখানে কোনো নির্দিষ্ট ল্যান্ডিং স্ট্রিপ বা রানওয়ে না থাকায় বিমানটি সোজা একটি জনবসতিপূর্ণ এলাকার ওপর ভেঙে পাকোকোয়াঙ্গোর ডেপুটি গভর্নর রেমিস সাকি বুকিন্ডা জানান, কেনেগে এলাকায় বিমান নামানো জন্য কোনো উপযুক্ত রানওয়ে বা এয়ারস্ট্রিপ ছিল না। যার ফলে অবতরণের চেষ্টা করার সময় বিমানটি সরাসরি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় আছড়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়।কঙ্গো সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল একোমি কেনেগোে নিশ্চিত করেছেন যে, মার্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মোট ১৪ জনের প্রাণহানি

একই সাথে আয়োজিত হয় ঐতিহ্যবাহী ‘স্মারক বক্তৃতা’ এবং সম্মানজনক ‘ বিদ্যাসাগর পুরস্কার’ প্রদান অনুষ্ঠান। শুভ এই উপলক্ষ্যে ‘ বিদ্যাসাগর রচনাবলী’-র চতুর্থ খণ্ড এবং তাঁর বিখ্যাত ‘ শব্দকুলা বইটির চারটি পৃথক ভাষায় অনূদিত বিশেষ সংস্করণের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটানো হয়।বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের স্বহস্তে লিখিত বই, তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিরল পুস্তক, বংশলতিকা এবং তাঁর ঐতিহাসিক সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের দলিলসমূহকে একই ছাদের তলায় সংরক্ষিত করা হয়েছে। মোট তিনটি সুসজ্জিত কক্ষ নিয়ে গড়ে তৈলা এই মিউজিয়ামে বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত নানা দুল্লভ তথ্য, ঐতিহাসিক আলােকচিত্র, গোপন চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। এমনকি বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত চিট্জুতোও অত্যন্ত সসজ্জে এই সংগ্রহালয়ে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজা উচশিক্ষা মন্ত্রী রাজ্যে শিক্ষার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বিদ্যাসাগরের মহান আদর্শ ও সংস্কারবাদী চেতনাকে সামনে রেখেই রাজ্যজুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সর্বাধিক জোর দেওয়া হবে বলে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপক কুমার কর সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত বক্তারা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রস্তাপ্ত দর্শন ও মানবতাবাদী সামাজিক অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। শনিবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে বিনশ্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বিদ্যাসাগরকে ‘বাংলার নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব’, মহান শিক্ষাবিদ এবং প্রথাবিরোধী সমাজ শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান চিরস্মরণীয়। নারীশিক্ষার বিস্তার এবং বিধবা বিবাহ প্রথা চালুর লক্ষ্যে তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম সামাজিক সংস্কারের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। উল্লেখ্য, ১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রণয়নের পেছনে বিদ্যাসাগরের প্রধান ও অনুঘটকের ভূমিকা ছিল।সামাজিক নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের নির্ভীক সংগ্রাম এবং তাঁর প্রগাঢ় মানবতাবাদী চেতনার কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর অগাধ জ্ঞান, অপরিসীম সাহস এবং সমাজের প্রতি আত্মত্যাগ আজও দেশবাসীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তকালীন অবিভক্ত বাংলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁর অগাধ পণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ‘ বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই এই মহান মনীষীর জীবনাবসান ঘটে।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বিদ্যাসাগরের উচ্চারণ এবং মানবিক মূল্যবোধ যেন আগামী প্রজন্মের পথচলার দিশারী হয়ে থাকে- তাঁর জন্মজয়ন্তীতে এটাই হোক পরম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন !.মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে

গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বিদ্যাসাগরকে ‘বাংলার নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব’, মহান শিক্ষাবিদ এবং প্রথাবিরোধী সমাজ শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান চিরস্মরণীয়। নারীশিক্ষার বিস্তার এবং বিধবা বিবাহ প্রথা চালুর লক্ষ্যে তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম সামাজিক সংস্কারের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। উল্লেখ্য, ১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রণয়নের পেছনে বিদ্যাসাগরের প্রধান ও অনুঘটকের ভূমিকা ছিল।সামাজিক নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের নির্ভীক সংগ্রাম এবং তাঁর প্রগাঢ় মানবতাবাদী চেতনার কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর অগাধ জ্ঞান, অপরিসীম সাহস এবং সমাজের প্রতি আত্মত্যাগ আজও দেশবাসীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তকালীন অবিভক্ত বাংলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁর অগাধ পণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ‘ বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই এই মহান মনীষীর জীবনাবসান ঘটে।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বিদ্যাসাগরের উচ্চারণ এবং মানবিক মূল্যবোধ যেন আগামী প্রজন্মের পথচলার দিশারী হয়ে থাকে- তাঁর জন্মজয়ন্তীতে এটাই হোক পরম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর জন্মজয়ন্তীতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ ও কংগ্রেস সভাপতির

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর জন্মজয়ন্তীতে বিনশ্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী, লোকসভার অধ্যক্ষ ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে সহ একাধিক শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। শনিবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মতিথিতে দেশের অগ্রগতিতে তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন তাঁরা।সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ দেওয়া এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং জি-কে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি জনজীবনে দীর্ঘ সময়. অতিবাহিত করেছেন এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে দেশের সেবা করেছেন।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিালা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং জি-র জন্মজয়ন্তীতে বিনশ্র প্রণাম। তাঁর দীর্ঘ জীবন এবং নেতৃত্বের ভূমিকা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এক বার্তায় জানান, জনজীবন এবং ভারতের অগ্রগতিতে ড. মনমোহন সিং-এর অপরিসীম অবদান সর্বদা স্মরণে থাকবে।কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নতির প্রশংসা করে বলেন, এক দক্ষ অর্থনীতিবিদ এবং সফল রাজনৈতা হিসেবে ড. মনমোহন সিং ভারতের বিকাশকে এক অসাধারণ



গতি দিয়েছিলেন এবং দেশের সমৃদ্ধিকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতিতে নীতির মাধ্যমে তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরকে সমৃদ্ধ করেছেন। দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর এই অভূতপূর্ব অবদান প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি ও সামাজিক চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে বলেন, ড. মনমোহন সিং-এর বিনম্রতা, সততা এবং প্রজ্ঞা ছিল তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মূল পরিচয়। তিনি অত্যন্ত শালীনতা ও মানবিক সংবেদনশীল তার সাথে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর কল্যাণকে শাসনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। তাঁর নিষ্কলঙ্ক জনসেবা, সামাজিক উন্নয়ন এবং যুগান্তকারী সংস্কারের ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করে যাবে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্থ্য অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙালি কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী, সুবকার বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক এবং প্রযোজক - হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে বিনশ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়া প্রবন্ধ ফেসবুক পেজে শনিবার এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন যে - মারদাফের সঙ্গীতশিল্পী ও সুবকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে বিনশ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি উল্লেখ্য, তিনি হিন্দি সঙ্গীত জগতে হেমন্ত কুমার নামে খ্যাতির শিরোণা জয় করেন। তিনি বাংলা, হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গান গেয়েছেন। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। শুধুমাত্র তাই নয় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ নেপথ্য গায়ক বিভাগে দু-বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। এছাড়াও ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড সহ অসংখ্য দেশি ও বিদেশি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই উপমহাদেশের সব থেকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ স্বরকে - ‘ঈশ্বরের কণ্ঠ স্বর’ বলা হয়।

ভগবানের সেবা

স্বপা মাহাতো,২৬সেপ্টেম্বরঃসব’শক্তিমান ভগবানের আদেশে মানুষের আকার তৈরি হয়, সেটা বন’নার অতিত, তার আদেশে মানুষ সৃষ্টি হয়, তার আদেশে মানুষ উচ্চ পদ অর্জন করে, তার আদেশে কিছু মানুষের পদ উঁচু এবং কিছু মানুষ নিম্ন মানের হয়, তার অলিখিত আদেশে কেউ কষ্ট পায়, কেউ আরাম পায়, তার আদেশে কেউ সম্মানিত হয়, আবার কাউকে গরিব অসহায় হয়ে বিচরন করে, প্রত্যেকে এবং সবকিছু তাঁর আদেশ অনুসরণ করে, কেউ তার আদেশের উকে’ নয়, তিনি আমাদের দেখছেন মুখোমুখি, ভগবান এক সব’শক্তিমান, তিনিই একজন সব মানুষের সমৃদ্ধি দানকারী, তিনি পুনরায় দান করেন, ভগবানের নাম শুনলে দুঃ খে নাশ হয়, সুখ আমাদের মধ্যে বাস করে।

নেপাল-সার্বিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ ব্যবস্থা চালুর চুক্তি স্বাক্ষর

কাঠমান্ডু, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ নেপাল ও সার্বিা়া তাদের বিদেশ মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে।

চীতামংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন চলাকালে নিউইয়র্কে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেপালের বিদেশ মন্ত্রী শিখির খান্নাল এবং সার্বিয়ার বিশেষ মন্ত্রী মার্কেল জুরিচ এই এমওইউ-তে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় মন্ত্রী এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিটি উভয় আনন্দ প্রকাশ করেন। তারা নেপাল ও সার্বিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সহযোগিতামূলক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিস্তার দিক নিয়ে আলোচনা করেন।বৈঠকে জলবায়ু কাৰ্যক্ৰমেয় ক্ষেত্রে শক্তিশালী বৈশ্বিক



সংহতি ও সহযোগিতার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা হয়। উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য নিম্নমিত আলোচনা ও সংলাপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।

রাশিফল

মেসঃআজকের দিনটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ হতে পারে। চারপাশের পরিবেশে উত্তেজনা ও বিভ্রান্তি থাকতে পারে, যা আপনাকে সমালোচনাতে লিপ্ত করে তুলতে পারে। তবে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
বৃষঃ এই সময়ে আপনার প্রতিক্রিয়া এবং পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতার দিকে নজর দিন। শুভদিন হবে।
মিথুনঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। যদি আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন তবে চিন্তাভাবনা করে অর্থ ব্যয় করুন, যেহেতু আপনার অর্থের ক্ষতি হতে পারে। শুভদিন হবে।
কর্কটঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ।
সিংহঃ আজ আপনার সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ আসবে, তবে আপনি সেগুলির মোকাবিলা করার সাহস রাখেন। সমস্যাে শান্তি হতে পারে।
কন্যাঃ আজকের দিনটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ হতে পারে। চারপাশের পরিবেশে আপনি অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তিতা অনুভব করবেন। এই দিনটি আপনার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে, যার কারণে আপনি কিছুটা উদ্ভিগ্ন ও নার্ভাস বোধ করতে পারেন। সন্তান হতে পারে আজ।
তুলাঃ আপনার সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থামনে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। শুভদিন হবে
বৃশ্চিকঃ চাচের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা আঘাত দিতে পারে। শুভদিন ধনুঃ আজ আপনার জন্য দিন স্বাভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। জীবনে আপনি কিছু সময়সার মুখোমুখি হতে পারেন। বিশেষ করে আজ আপনি কিছুটা নার্ভাস বোধ করতে পারেন, যা আপনার মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। সুস্থ হবে।
মকরঃআজ মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য প্রত্যাশায় ভরা একটি দিন হবে। শুভদিন হবে।
কুম্ভঃ মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত যে গরুহীন পান স্বাস্থ্যের মারাত্মক শত্রু এবং এটি আপনার সক্ষমতাকেও ব্যাহত করে। শুভদিন
মীনাঃ আনন্দদায়ক সফর এবং সামাজিক জমায়েতে আপনাকে ভরমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। কিছু ব্যড়তি পরস্য উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। পরিবারের সদস্যদের হাসিখুশি প্রকৃতি ঘরের পরিবেশ উজ্জ্বল করতে তুলবে। সতর্ক থাকুন যেহেতু আজকের দিনে বন্ধু হ্ব হারানো অত্যন্ত সম্ভবপর।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের প্রভাবে শনিবার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই আবহাওয়ার পরিণাম বদলে যাওয়ার পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর। রাজধানী কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় চরম আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির পাশাপাশি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎসহ ব্যৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি ও সমভূমি অঞ্চলে বোঝো হাওয়ায় সাথে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে নিম্নচাপের প্রভাব কাটিয়ে শনিবার দুপুর বা বিকেলের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের সার্বিক আবহাওয়ার দৃশ্যমান উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, বঙ্গোপসাগর থেকে আসা প্রচুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এবং স্থানীয় স্তরে গঠিত নিম্নচাপের ফলে রাজ্যজুড়ে সোহোর আনোনা বজায় থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলায় সকাল থেকেই মেঘ-রোদ্দুরের খেলা চলছে। বাতাসে আর্দ্রপাক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ থাকায় ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বহাল থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২-৩৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। তবে দুপুরের পর বা সন্ধ্যার দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজকের সর্বেচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩০ ডি গ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৭ ডি গ্রী সেলসিয়া।। আর্দ্রপাক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিট।
ভাটা-বেলা ০১টা ৪৩মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৩ মিনিট।
সূর্যোদয়ের সময়কাল ৫ টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯৭ সংখ্যা, রবিবার, ৯ আশ্বিন, ১৪৩৩

সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার এবং প্রযোজক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় । ১৯৩৩ সালে শৈলেশ দত্তগুপ্তের সহযোগিতায় ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’র জন্য প্রথম গান ‘আমার গানেতে এল নবরূপী চিরন্তন’ রেকর্ড করেন হেমন্ত। কিন্তু গানটি সেভাবে জনপ্রিয়তা পায়নি। শেষতক ১৯৩৭ সাল থেকে তিনি পুরোপুরি প্রবেশ করেন সঙ্গীত জগতে। এই বছর তিনি নরেশ ভট্টাচার্যের কথা এবং শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে গ্রামোফোন কোম্পানী কলম্বিয়ার জন্য ‘জানিতে যদিগো তুমি’ এবং ‘বেলো গো তুমি মোরে’ গান দুটি রেকর্ড করেন। বাল্যবন্ধু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাকে গান গাইবার জন্য ইডেন গার্ডেনের স্টুডিওতেও নিয়ে গিয়েছিলেন একবার। এরপর থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরই তিনি ‘গ্রামোফোন কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া’র জন্য গান রেকর্ড করেছেন। ১৯৪০ সালে, সঙ্গীত পরিচালক কেম দাসগুপ্ত, হেমন্তকে দিয়ে, ফাইজা হাস্মির কথায় কিভনা দুখ ভুলান্না তুমনে ও শ্রীত নিভানে ভালি গাওয়ালেন। ১৯৪১ সালে এই শিল্পী তাঁর প্লে-ব্যাক সংগীত জীবন শুরু করেন ‘নিমাই সন্ন্যাস’ ছবির মাধ্যমে। এরপর থেকেই তিনি ভারতীয় বাংলা সিনেমার একজন অপরিহার্য শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হন। ফলে দর্শক-শ্রোতা একের পর এক কাজলজী বাংলা গান উপহার পেয়েছেন। ১৯৪৪ সালে ‘ইরাদা’ ছবিতে প্লে-ব্যাক করে হিন্দী গানের শ্রোতাদেরকেও নিজের জাত চিনিয়েছিলেন হেমন্ত। একই বছরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রথম নিজের কম্পোজিশনে দুটো গান করেন। গান দুটির গীতিকার ছিলেন অমিয় বাগচী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বের করেছিলেন। তবে তিনি প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলেন ১৯৪৪ সালে ‘প্রিয় বান্ধবী’ সিনেমাতে। এছাড়াও কলম্বিয়ার সেনেলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বের করেছিলেন তিনি। তবে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে হেমন্ত আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৪৭ সালে ‘অভিযাত্রী’ সিনেমার মাধ্যমে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই হেমন্ত নিজেকে সম্ভাবনাময় শিল্পী এবং কম্পোজার হিসেবে সবার নজর কাড়েন। সেসময় তিনিই ছিলেন একমাত্র পুরুষ কণ্ঠশিল্পী যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে কাজ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে বলিউডি সিনেমা ‘নাগিন’ এর সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন তিনি। এই ছবির গান সেসময় দুই বছর ধরে টপচার্টের শীর্ষে অবস্থান করেছিল এবং এই সিনেমার জন্যই হেমন্ত ১৯৫৫ সালে ‘ফিল্মফেয়ার বেস্ট মিউজিক ডিরেক্টর’ এর পুরস্কার লাভ করেন। এরপর তিনি বাংলা সিনেমা ‘শাপমোচন’ এর সঙ্গীত পরিচালনা করেন। এই ছবিতে তিনি উত্তম কুমারের জন্য চারটি গান করেছিলেন। তারপর থেকেই যেন উত্তম কুমারের ছবি মানেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। পরবর্তী সময়ে এই জুটি পেয়েছিল অসম্ভব জনপ্রিয়তা। ব্যক্তিগত জীবনে ১৯৪৫ সালে হেমন্ত মুখপাধ্যায়ের সাথে বেলা মুখপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ১৯৪৩-এ বাংলা ছায়াছবি, কাশিনাথ, সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক বেলাকে দিয়ে কিছু জনপ্রিয় গান গাইয়েছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর তিনি আর সঙ্গীত জগৎ এ প্রবেশ করেনেন না। তাঁর জন্ম বারানসীর শহরে। তাঁর পরিবার কলকাতায় আসে বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে ছাত্র ছিলেন যখন, সেখানেই ওনার বাল্যবন্ধু ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাথে পরিচয়। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারি পড়তে যান। কিন্তু, তিনি সঙ্গীতেতো জ্ঞান আপন শিক্ষা ভাগ্য করেন। তাঁর সাহিত্যিক হবার ইচ্ছে ছিল। কিছুদিন, তিনি দেশ এর জন্যে লেখেন। ১৯৩৭ থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেন।

অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মদিনে স্মরণে শ্রদ্ধায় স্যার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার ভবানীপুরে বসন্তী সিনেমা হলের পাশের গলিতে অতি সাধারণ সাদা ধুতি আর পাতি বাংলা শাট পরিহিত আদামমস্তক শৃঙ্খলাপরায়ণ বই পাগল এই নিপাতি ভালো মানুষটি আমার স্যার। স্যার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। ২০০৬ সালের ৩০শে জানুয়ারী বইয়ের পাতাগুলি বন্ধ করে চিরতরে চলে গেছিলেন তিনি। কিংবদন্তী নাট্যশিল্পক উৎপল দত্তের অনুরাগী এবং কিংবদন্তী অভিনেতা রবি ঘোষের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন স্যার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনেতা,পণ্ডিত এবং বইপোকা এই মানুষটি জগ্মগ্রহণ করেন ১৯৩৩ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর দিনটিতে পটনায়। ১৯৫২ সালে তিনি উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপ এবং পিপলস্ লিটল থিয়েটারে নিরামিত অভিনয় শুরু করেন। স্পষ্ট বাংলা এবং ইংরাজী উচ্চারণ এবং ভগবান প্রদত্ত জিভ ছিল তাঁর। চোখ দুটো ছিল অমূল্য। চোখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকলে মনে হতো এক বিরাট সমুদ্র দর্শন করছি যেন, যে সমুদ্রের এপার দেখা যায় কিন্তু ওপার না। থিয়েটারে বাড়ীতে কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে শৃঙ্খলা শব্দটি একটি সমান সরলরেখায় অবস্থান করতো। উৎপল দত্তের নির্দেশনায় ব্যারিকেড,তিতুমীর,নীল সাদা লাল,টিনের তলোয়ার,দৈনিক বাজার প্রতিকা, অগ্নিশয্যা,একবা চলো রে, লেনিন কোথায়?, লাল দুর্গ,জনতার আফিম,একই কী বলে সভ্যতা?,বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো, কল্লো, এবং ফুলবাবু নাটকে অভিনয় করেন তিনি এবং ব্যারিকেড নাটকে অটোরিখোলঙ্গ চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। উৎপল দত্ত মারা যাওয়ার পর পি.এস.টি নট্যা দলেই সমীর মজুমদার এবং আরও দু একজন নির্দেশকের নির্দেশনায় অভিনয় করেছিলেন ক্ষমা করবো না, দিল্লী চলো, বণিকের মানদণ্ড ইত্যাদি আরও বেশ কয়েকটি প্রযোজনায়। থিয়েটার ছাড়াও বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন স্যার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৬ সালে তিনি পান বি.এফ.জে.এ পুরস্কার।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, শরীরকে পুছ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মামন ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিচ্যাণ করে সং পপকে অবলম্বন

করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মা ভক্তির ভক্ত। মা ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভক্তারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারাদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারাদা পূজা করে থাকেন। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে।

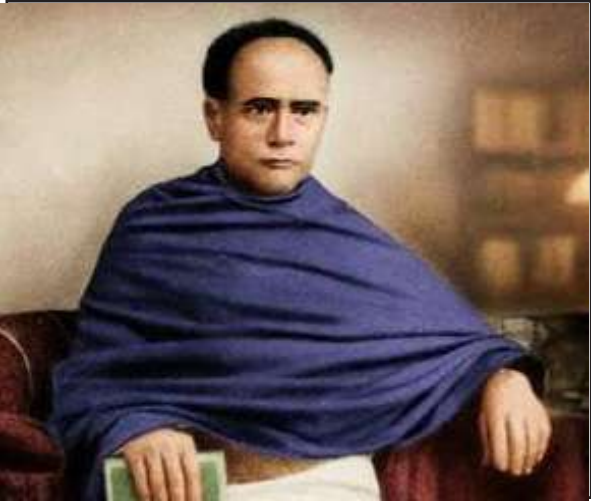
রামকমল সেন ও বিদ্যাসাগরের পথ-মত

রবীন্দ্রকুমার শীল

রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা রামকমল সেন বলতে গেলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঠাকুরদা তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। রামকমল সেন জন্মগ্রহণ করেছেন ১৭৮৩ সালের ১৫ মার্চ। ২৪ পরগনার গৌরিকাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোকুল চন্দ্র সেন ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত। জাতিতে তিনি ছিলেন বৈদ্য। আর বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন ১৮২০ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামে। তখনকার সময়ে গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো ছিল না। গ্রামের টোল পণ্ডিতেরা তখন গ্রামে বালকদের শিক্ষার দায়িত্ব পালন করতো। পাঠশালা ছিল। উৎযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রামকমল সেন কলকাতায় চলে আসেন ১৮০০ সালে। ১৮০১ সালে রামকমল সেন কৌলটোলার রামজয় দত্তের স্কুলে ভর্তি হন ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য। তার আগে তিনি গ্রামের সংস্কৃত পণ্ডিত শিরোমণি বৈদ্যের কাছ থেকে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। গ্রামের পাশাঠালা থেকে বিদ্যাসারের প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি।

১৮২৮ সালে বিদ্যাসাগর কলকাতায় পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এসে উপস্থিত হলেন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষার জন্য কোনও স্কুলে ভর্তি না হয়ে ১ জুন ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। রামকমল সেন সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত হলেন কোষাধ্যক্ষ হিসাবে এবং পাশাপাশি তিনি কার্যকরী সম্পাদক হলেন ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সালে। তখন রামকমল সেন সংস্কৃত স্কুল থেকে বেতন পেতেন মাসে ৪০ টাকা। তারপরে ১৮৩৫ সালে ১১ জুন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক হলেন। তখন তাঁর বেতন ছিল ১০০ টাকা। ১৮৩৬ সালে রামকমল সেন সম্পাদক পদ থেকে পদচ্যুত করলেন। সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন রাধাকান্ত দেব। ফলে দেখতে পায় যাচ্ছে যে রামকমল সেনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও ছাত্র হিসাবে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রামকমল সেনকে পেয়েছিলেন। ফলে রামকমল সেনের প্রভাব বিদ্যাসাগরের ওপরে পড়তি অস্বাভাবিক নয়। বিদ্যাসাগর রাস্মাণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোনও সময়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে মানুষের ওপরে স্থান দেননি। তিনি উপবীত ধারন করতেন। তবে তিনি কোনও সময়ে আত্মিক করতেন না। দেবদেবীর পূজোয় আসীন হতেন না। তাঁর ঘরে দেবদেবী বলতে ছিল পিতা এবং মাতা। তাদের ছবি তিনি ঘরে টাঙিয়ে রাখতেন। এমনকী

রামকৃষ্ণদেবের ছবিও তিনি ঘরে রাখতেন। রামকৃষ্ণদেব তখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনওদিনই দক্ষিণেশ্বর গিয়ে উপস্থিত হননি। তা নিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কম আক্ষেপ ছিল না। অন্যদিকে রামকমল সেন ছিলেন রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা। কিন্তু তাঁর বিদ্যোৎসাহী মন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৮৩৫ সালের ১ জুন রামকমল সেনের বাড়িতে মেডিকেল কলেজের রুস গুরু হয়। এই ঘটনা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রত্যাকভাবে দেখে গিয়েছেন। রামকমল সেনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপরে আদহ এবং বাংলায় আধুনিক চিকিৎসালয় খোলার মানসিকতা বিদ্যাসাগরকে মোহিত করেছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পেলাম বিদ্যাসাগর



চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপরে আগ্রহ প্রকাশ করলেম এবং বিলেত থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বই নিয়ে এসে পাঠ করতেন। তিনি যখন কামাটাড়ে ছিলেন তখন তিনি সেখানে টিকিৎসক বিদ্যাসাগর রূপে স্থানীয় সাঁওতাল সমাজের নিকট পরিচিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলকাতার নিজের বসতবাড়িতে একটি নরকঙ্কাল নিয়ে এসেছিলেন। স্বরীর তত্ত্ব শেখার জন্য। অ্যানাটমি বিষয়কে তাঁর আগ্রহ ছিল। রামকমল সেনও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপরে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ‘ওষধ সাং সংগ্রহ’ নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। বইটি প্রকাশ লাভ করেছিল ১৮১৯ সালে। বাংলার ১২২৬ বঙ্গাব্দে। রামকমল সেন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতেন। তবে তিনি কোনও সময়ে আত্মিক করতেন না। দেবদেবীর পূজোয় আসীন হতেন না। তাঁর ঘরে দেবদেবী বলতে ছিল পিতা এবং মাতা। তাদের ছবি তিনি ঘরে টাঙিয়ে রাখতেন। এমনকী

মন ছিল। সেই একই মনের অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনিও গবির মানুষেরে সেবায় নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়া হিন্দু হলেও বিদ্যাসাগর সেই পথ ধরে একেবারে হাঁটেননি। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৫ সালে কাশীবাসী হলেন। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি অন্নসং্র খুললেন। চার পাঁচ মাস এই অন্নসং্র খোলা ছিল। ১৮৬৮-৬৯ সালে বর্ধমান ম্যালেরিয়া মহামারী আকার ধারন করলে বিনামূল্যে ওষুধ ও পথ্য বিতরণের জন্য ডিসপেনসারি স্থাপন করলেন। বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে সেখানে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করলেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অজস্র মানুষের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ

করলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন বই জন ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র এবং আবদুল মজিদ। রামকমল সেনও কলকাতায় বাসিন্দাদের অধিকাংশ বাড়ি ছিল মাটির এবং খড়ের। সেই সব বাড়িতে আওন লেগে যেত। তার ফলে গরীব বসবাসকারীরা গৃহহীন হয়ে পড়তো। রামকমল সেন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন। গরীব বসবাসকারীদের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করার কথা ভাবতে সরকারকে বলেছিলেন রামকমল সেন। তিনি পরিকার করে সরকারকে বলেন কলকাতা থেকে বস্তি সরিয়ে দিয়ে সেখানে পাকা বাড়ি তৈরি করে কলকাতা বসবাসকারীদের হাতে থাকার অধিকার তুলে দেওয়া হোক। এর ফলে কলকাতায় বসবাসকারীদের আওনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

রামকমল সেন কোনও বিদ্যালয় স্থাপন করেননি বটে। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। হিন্দু

কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২০ জানুয়ারি ১৮১৭ সালে। ১৮২১ সালে রামকমল সেন হিন্দু কলেজের ‘সুপারেনটেন্ডিং ডিরেক্টর’ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের আ্যকটরি সেক্রেটারি ছিলেন রামকমল সেন। তিনি ডাক্তার উইলসনকে বলছেন যে নেটিভ ডাক্তার তৈরি করতে হবে। সরকার রামকমল সেনকে মেডিকেল কলেজের কমিটির সদস্য করে নেয়। সেই সময়ে রামকমলের পরামর্শ অনুসারে সরকার রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রসময় দত্তকে মেডিকেল কলেজে সদস্য করে নেয়। মেডিকেল কলেজকে আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র সহিাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে রামকমল এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন। বিদ্যাসাগর পরে এই মেডিকেল কলেজের পরীক্ষ হন ১৮৫২ সালে। সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত।

রাজা রামমোহন রায়ের গণ আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গর্ভনর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা রদ করার আদেশে সাক্ষর করলেন ১৮২৯ সালে ৮ নভেম্বর। সেই আইন চালু হল সেই বছরের ৪ ডিসেম্বর। তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। আর রামবকাল সেন তখন সংস্কৃত কলেজের কার্যকরী সম্পাদক। হিন্দু কলেজ থেকে রাজা রামমোহন রায়কে সদস্যপদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন রামকমল সেন এবং রাধাকান্ত দেব উভয়ে মিলে। তার ফলে তখন রামমোহন ‘অ্যাংলো হিন্দু কলেজ’ স্থানন করেন। তবে সতীদাহ প্রথা রোধ করার ব্যাপারে রামকমল সেনের সিদ্ধান্ত ছিল যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করবে হিন্দু সমাজ। হিন্দু সমাজের অন্য বৈশি বৈশি প্রশাসক নাক না গলালে মানসিক বিরোধ এই খানেই ছিল রামকমল সেন এবং রাধাকান্ত দেবের। যদিও পরে পিভি ডাকপিলে সতীদাহ প্রচার সমর্থনে রাধাকান্ত দেব সহ তাঁর সঙ্গীরা আপিল করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন এই সব ব্যাপারে দিকে একেবারে মন দেননি। এমনকী তিনি হেনরি ডিভিয়ান ডিরোজিও ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের দিকে বেশি মানসিবেশ করতে পারেননি। শিক্ষক ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দেননি বিদ্যাসাগর। তাঁর তখন একটি মাত্র লক্ষ্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা।

নবদীপে বিদ্যাসাগরের ২০৭ তম জন্মদিন পালন করা হয়

নবেন্দু সাহা, নবদীপ

বর্তমান ভারতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার জনক ও ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ দয়ার সাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর- এর ২০৭তম জন্মদিবসে তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ও বিনম্র প্রণাম জানাই। নবদীপে প্রথম বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যা সাগরের নামে স্মারক বস্তুতার আয়োজন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন।

নবদীপ বিদ্যাসাগর কলেজে একবার বিদ্যাসাগরের জন্ম দিনে প্রাণহীন অনুষ্ঠান দেখে দুই জন ছাত্রের মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে উভয়ের উদ্যোগেই বিদ্যাসাগরের নামে কিছু করার পরিকল্পনা রচিত হয়ে



গেলো। ১৯৫৩ সালে নিজেদের পরিকল্পনা মতো বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংসদ গঠন করে ফেলেন দুজনে। দুজনের একজন নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, আরেক জন গৌরচন্দ্র চন্দ্র কুণ্ডু। প্রথম জন প্রতিষ্ঠা পেয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন আদর্শ গ্রন্থা গারিক হয়ে, দ্বিতীয় জন নবদীপ বার্তা নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হয়ে। দুজনেই নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ ছিলেন নির্মল চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। অন্যতম শুভানুধ্যায়ী ও সাম্মানিক সদস্য ছিলেন গৌরচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়। এই উদ্যোগ দেখে তখন কলকাতা পর্যন্ত এমন সাড়া পরে গেল যে অধ্যাপক ত্রিপুরার চক্রবর্তী একবার বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংসদ পরিদর্শনে আসেন। ১৩৬১ সালের আষাঢ় মাসে বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংসদের মুখপত্র সঞ্চয়নের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়। বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ।

বিপ্লবী

শঙ্করলাল কর্মকার

কচুরি,শিঙাড়া খেতে ইচ্ছে করছে। দিন না একটু ব্যবস্থা করো। কোঁরের ক্যান্টিন থেকে। লালবাজার থেকে আদেশ এল যা খেতে চাইছে তাই দাও ও খুশি থাকুক ওকে আমাদের দরকার। ব্রিটিশ প্রশাসনের সি আই ডির দাপুটে আধিকারিক ডি এস পি সামসুল আলম। বেশ লোকী অফিসার,চার্লস টেমগট তাকে খুব পছন্দ করতেন। সামসুল টেগোঁরে শিষ্য,যত মদদ কাজ আরও কত মদদ ভাবে করা যায় তিনি সেটাই করতেন। আইন কানুন বিষয়ে যেমন পড়াশোনা করতেন রাত জেগে, তেমন কুখ্যাত কাজকর্ম করার বিষয়ে অতীব দক্ষ। সাথে কি টেগাট তাকে পছন্দ করেন। সামসুল উচ্চাঙ্কষী, আরও উঁচু পদে উঠতে চান। ব্রিটিশ সরকারকে খুশি রাখা তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। আলিপুত্র ষড়যন্ত্র মামলায় রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন সাজপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা। সত্যি বলতে আলিপুত্র ষড়যন্ত্র মামলা ব্রিটিশ পুলিশ প্রশাসনের কাছে প্রেক্ষিত ইস্যু। ইয়ার্ডলি নটরকে সাহায্য করেন ডি এস পি সামসুল আলম। কিন্তু বিপ্লবীদের তখন পথির চোখ ওই সামসুল, তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই মামলা দূর্বল করা যাবে। নতুন আধিকারিককে গোটা বিষয়টি বুঝতে অনেক সময় লাগবে। অতএব অপারেশন ডিএস পি সামসুল আলম। অত্যন্ত দুঃসাহসিক এই কাজটির দায়িত্ব পেলেন এক দুঃসাহসী তরুণ মাত্র ১৯ বছর বয়স বীরেন দত্তগুপ্ত। বাঘা যতীনের প্রিয়পাত্র বীরেন ছোট থেকেই দুঃসাহসী, দেশপ্রেমী, দেশের জন্য যেকোন কাজ করতে প্রস্তুত। সে খুব আনন্দিত। কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনা সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন তখন সম্ভব যদি পরিকল্পনা ও রূপায়নের কেমিস্ট্রি ঠিকঠাক কাজ করে। সামসুল সাবেব সতর্ক তিনি জানেন বিপ্লবীদের টার্গেট। ১৯১০ এর ২৪ জানুয়ারি বীরেন গুলি করে শেষ করে দিল।

সরকারি রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন

বাল্যবিবাহ এবং বেআইনি বিবাহের প্রবণতা রুখতে নতুন নিয়ম কার্যকর করল হিমন্তু বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার

২৬ সেপ্টেম্বর ঃ বাল্যবিবাহ এবং বেআইনি বিবাহের প্রবণতা রুখতে অসমে মুসলিম বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করার নতুন নিয়ম কার্যকর করল হিমন্তু বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার। এবার থেকে রাজ্যে মুসলিমদের বিবাহ নথিভুক্ত করতে হবে সরকার। স্বীকৃত রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তু বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, অসম কমপালসরি রেজিস্ট্রেশন অফ ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স আইনের অধীনে র‍্যাজ্যে করা নিয়ম ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে। অসম সরকারের এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হিসেবে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং রাজ্যের সমস্ত বিবাহকে সরকারি নথির আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, শুধুমাত্র ধর্মীয় রীতিতে বিবাহ সম্পন্ন করলেই তা সরকারি ভাবে নথিভুক্ত বলে গণ্য হবে না। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে সরকারি রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হবে। ২০২৪ সালে অসমের মন্ত্রিসভায় অসম কমপালসরি রেজিস্ট্রেশন অফ ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স সংক্রান্ত আইন অনুমোদিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিধানসভায় তা পাশ হয়। এবার সেই আইনের অধীনে বিধি কার্যকর ওয়ায় বিবাহ নথিভুক্তির প্রক্রিয়া আরও স্পষ্ট হল। সরকারের বক্তব্য, এর ফলে

বিবাহের সরকারি রেকর্ড তৈরি হবে এবং নাবালিকা বা নাবালকের বিয়ে শনাক্ত করা সহজ হবে। নতুন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বয়স যাচাই। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সি

কোনও মেয়ের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। একইভাবে, আইন অনুযায়ী বৈধ বয়সের শর্ত পূরণ না হলে বিবাহ নথিভুক্তির সুযোগ থাকবে না। সরকারের যুক্তি, বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের ফলে বিয়ের সময় বয়স যাচাইয়ের একটি নির্দিষ্ট সরকারি ব্যবস্থা তৈরি হবে

এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের হাতে আরও কার্যকর তথ্য থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তু বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, মুসলিম বিবাহের রেজিস্ট্রেশন আর শুধুমাত্র প্রচলিত

বিষয়ে প্রয়োজনীয় সরকারি রেকর্ড পাওয়া সহজ হবে। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অসম সরকারের অভিযান অবশ্য নতুন নয়। এর আগে রাজ্যজুড়ে বাল্যবিবাহবিরোধী অভিযানে কয়েক হাজার মানুষকে বিরুদ্ধে আইন সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং এর সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করার প্রশ্ন নেই। অসম সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে রাজ্যের বৃহত্তর অভিন্ন নাগরিক বিধি প্রক্রিয়ার সঙ্গেও যুক্ত করে দেখা হচ্ছে। অসমে ইতিমধ্যেই অভিন্ন নাগরিক বিধি সংক্রান্ত আইন বিধানসভায় পাশ হয়েছে। সেই ব্যবস্থায় বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং লিভ-ইন সম্পর্কের মতো বিষয়গুলিকে একটি অভিন্ন আইনি কাঠামোর আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। তবে মুসলিম বিবাহের বাধ্যতামূলক সরকারি রেজিস্ট্রেশনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এটিকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও আইনি নথিবদ্ধকরণের পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলেও, বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠন এর প্রয়োগ এবং প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

কোনও মেয়ের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। একইভাবে, আইন অনুযায়ী বৈধ বয়সের শর্ত পূরণ না হলে বিবাহ নথিভুক্তির সুযোগ থাকবে না। সরকারের যুক্তি, বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের ফলে বিয়ের সময় বয়স যাচাইয়ের একটি নির্দিষ্ট সরকারি ব্যবস্থা তৈরি হবে

ধর্মীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুযোগ থাকবে না। সরকারি নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, এর ফলে বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য প্রশাসনের কাছে নথিভুক্ত থাকবে এবং ভবিষ্যতে বিবাহবিচ্ছেদ বা অন্যান্য আইনি

প্রোগ্রার করা হয়েছিল। সেই অভিযান নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হয়। বিরোধী দলগুলির একাংশ অভিযোগ করেছিল, অভিযানের প্রভাব মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর পড়ছে। অন্যদিকে, অসম সরকার বরাবরই দাবি করে এসেছে যে বাল্যবিবাহের

বিরুদ্ধে আইন সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং এর সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করার প্রশ্ন নেই। অসম সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে রাজ্যের বৃহত্তর অভিন্ন নাগরিক বিধি প্রক্রিয়ার সঙ্গেও যুক্ত করে দেখা হচ্ছে। অসমে ইতিমধ্যেই অভিন্ন নাগরিক বিধি সংক্রান্ত আইন বিধানসভায় পাশ হয়েছে। সেই ব্যবস্থায় বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং লিভ-ইন সম্পর্কের মতো বিষয়গুলিকে একটি অভিন্ন আইনি কাঠামোর আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। তবে মুসলিম বিবাহের বাধ্যতামূলক সরকারি রেজিস্ট্রেশনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এটিকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও আইনি নথিবদ্ধকরণের পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলেও, বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠন এর প্রয়োগ এবং প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

কোনও মেয়ের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। একইভাবে, আইন অনুযায়ী বৈধ বয়সের শর্ত পূরণ না হলে বিবাহ নথিভুক্তির সুযোগ থাকবে না। সরকারের যুক্তি, বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের ফলে বিয়ের সময় বয়স যাচাইয়ের একটি নির্দিষ্ট সরকারি ব্যবস্থা তৈরি হবে

‘এনকাউন্টার করে মেরে ফেললেও দেশবাসী জাগবে’, বিস্ফোরক দাবি সোনম ওয়াংচুকের

লাদাখ, ২৬ সেপ্টেম্বর ঃ লাদাখের অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্যের জেত্রে তাকে ফের দমন করার চেষ্টা হতে পারে। এমনকী তাকে ‘এনকাউন্টার করে হত্যা করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। ওয়াংচুকের বক্তব্য, এমন ঘটনা ঘটলেও তা দেশের মানুষের সামনে লাদাখবাসীর সমস্যাকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে। লাদাখের সাংবিধানিক অধিকার, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুনর্গঠনের পর লাদাখকে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে গঠন করা হয়। এরপর থেকেই লাদাখকে স্ববিধানের যষ্ঠ

তফসিলের আওতায় আনা, স্থানীয়দের জন্য ভূমি ও চাকরির সুরক্ষা এবং আরও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবিতে আন্দোলন জোরদার হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবিও উঠে এসেছে বিভিন্ন মহল থেকে। ২০২৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর লাদাখে আন্দোলন ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সংঘর্ষ ও হিংসার ঘটনায় নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে চারজনের মৃত্যু হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঘটনার বর্ণনাতিকে সামনে রেখে ফের কেন্দ্র ও লাদাখের সম্পর্ক এবং আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই এক সাক্ষাৎকারে ওয়াংচুক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তোলেন। তাঁর বক্তব্য, সরকার তাকে চুষ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। অতীতে তাকে গ্রেপ্তার করে জাতীয়

নিরাপত্তা আইনের (গফ্ফ) আওতায় আটক করা হয়েছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, এবার তাকে ‘মাধ্যমে হত্যা করা হলেও তিনি অবাক হবেন না।



ওয়াংচুক বলেন, তাকে দমন করার জন্য সরকার আগেও পদক্ষেপ করেছে এবং জেলে পাঠানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তাকে যদি এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়, তাহলে অন্তত গোটা দেশের মানুষ লাদাখের মানুষের দাবিদাওয়া

এবং তাঁদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে আরও সচেতন হবে। তবে তাঁর এই আশঙ্কার পক্ষে কোনও সরকারি ঘোষণা বা নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে-এমন দাবি করা হয়নি। সাক্ষাৎকারে লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের নীতিরও সমালোচনা করেন ওয়াংচুক। তিনি দাবি করেন, লাদাখবাসীর সঙ্গে কেন্দ্রের আচরণ অত্যন্ত কঠোর। এমনকি চিনের তিব্বত নীতির সঙ্গে তুলনা টেনে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, লাদাখের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনাও চলছে। লেহ অ্যাপেক্স বডি এবং কারগিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালয়েন্স (গফ্ফ)-এই দুই সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার মাধ্যমে

সমাধানের চেষ্টা করছে। আলোচনায় রাজনৈতিক অধিকার, সাংবিধানিক সুরক্ষা, স্থানীয়দের জন্য জমি ও চাকরির সুযোগ এবং লাদাখের প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে একাধিক দাবি রয়েছে। এই আলোচনার প্রক্রিয়ায় ওয়াংচুকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন বলে জানা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত থাকার মধ্যেই তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লাদাখের রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে কেন্দ্র ও স্থানীয় সংগঠনগুলির মধ্যে আলোচনা যখন অব্যাহত, ঠিক সেই সময় ওয়াংচুকের ‘মন্তব্য নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং লাদাখবাসীর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দাবিগুলি নিয়ে ফের জাতীয় স্তরে আলোচনা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সুনীল কুমারের নেতৃত্বে এশিয়ান গেমসে সোনা জয় ভারতীয় কবাডি দলের

গোথরপুর, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব রেল ক্রীড়া সংঘ –এর উদ্যোগে গোয়ায়ভূমের আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তর-পূর্ব রেলের ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সেই সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ হল। উত্তর-পূর্ব রেল এবং ভারতীয় রেল কবাডি দলের অধিনায়ক শ্রী সুনীল কুমারের নেতৃত্বে ভারতীয় কবাডি দল এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতেছে। জাপানে চলতি এশিয়ান গেমসের কবাডি ফাইনালে ইরানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ মাচে ইরানকে পরাজিত করে সোনার পদক নিশ্চিত করে ভারতীয় দল। দলের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অধিনায়ক সুনীল কুমার। সুনীল কুমার বর্তমানে গোথরপুরের প্রধান মুখ্য বাণিজ্য ব্যবস্থাপকের দফতরে অর লিপিক পদে কর্মরত।



নেতৃত্বে ভারতীয় কবাডি দলের স্বর্ণপদক জয়ে উত্তর-পূর্ব রেলের আধিকারিক ও ক্রীড়ামহলে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে। দলের এই সাফল্যের জন্য উত্তর-পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক তথা নারস-এর

পৃষ্ঠপোষক শ্রী উদয় বোরওয়াকর সুনীল কুমার ও ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী বিনোদ কুমার শুক্র, প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিকনির্মাণ এবং নারসা-এর সভাপতি শ্রী অনুজ মিত্রল, মহাসচিব শ্রী অক্ষয় মিশ্র, কবাডি সচিব শ্রী অমরেশ্বর নিধান ত্রিপাঠী, সহকারী ক্রীড়া আধিকারিক শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং এবং নারসা-এর অন্যান্য পদাধিকারীরা ভারতীয় দলের এই সাফল্যে সুনীল কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। উত্তর-পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণ, আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ফলেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে রেলের ক্রীড়াবিদরা ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করছেন। সুনীল কুমারের নেতৃত্বে ভারতীয় কবাডি দলের এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয় সেই সাফল্যেরই আরও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

পূর্ব রেলের চার ডিভিশনে ‘স্পোর্টস ফর স্বচ্ছতা’ ও উৎসব-পরবর্তী পরিচ্ছন্নতা অভিযান

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে চারটি ডিভিশন-হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদহ-এবং কাঁচরাপাড়া, লিলুয়া ও জমালপুরের গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কশপগুলিতে স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬ কর্মসূচি আরও জোরদার করা হয়েছে। স্বচ্ছতায় সহভাগঃ স্বচ্ছ ভারত, বিকশিত ভারত ভাবনাকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশের স্বাস্থ্য, জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। মালদহ ডিভিশনে বস্ ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ভলিবল এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া-সহ ‘স্পোর্টস ফর স্বচ্ছতা’ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এর পরেই শূন্য-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধারণাকে উৎসাহিত করতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালােন হয়। ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের দফতর পর্যন্ত রাস্তার দু’পাশেও বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রী সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে চার-বিনে বর্জ্য পৃথকীকরণ, যথাযথ বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জনের বিষয়ে সচেতন করা হয়। আসানসোলে ডিভিশনের MDZTA, ভুলিতে ‘স্পোর্টস ফর স্বচ্ছতা’-র অংশ হিসেবে একটি ভলিবল মাঠের পর পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। আসানসোলে সাফাই মিত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। দুর্গাপুর ও রানিগঞ্জে পরিচ্ছন্নতা এবং যাত্রী সচেতনতা অভিযান পরিচালিত হয়। আন্দোল ‘নীর’ কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়াও দুবরাজপুর ও সিমুলতলায় সচেতনতা কর্মসূচিতে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অংশগ্রহণ করেন। হাওড়া ডিভিশনের শেওড়াফুলি ও আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশনের কাছে জলাশয় পরিষ্কারের অভিযান চালানো হয়। জলাশয় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিচ্ছন্নতাও ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও বোলপুর রেলওয়ে প্রোগ্রাউন্ডে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হয়। শিয়ালদহ ডিভিশনে রেলওয়ে প্রান্তরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। শূন্য-বর্জ্য ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের পর সম্মিলিতভাবে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। রেলওয়ের অধীন জলাশয়গুলিতে উৎসব-পরবর্তী বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে ফুল ও অন্যান্য জৈব বর্জ্যের যথাযথ নিষ্পত্তি এবং কম্পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহ্যবাহী স্টেশন, মিউজিয়াম কোচ, স্বচ্ছ আইকনিক স্থান এবং অধিক যাত্রীসামাগম হয় এমন পর্যটকেন্দ্রিক স্টেশনগুলিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও থিমভিত্তিক প্রচার অব্যাহত রাখা হয়েছে। কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স, পাবলিক টয়লেট এবং ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে ভবনগুলিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, স্বচ্ছতা হি সেবা শুধুমাত্র একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান নয়, এটি একটি সম্মিলিত দায়িত্ব, যেখানে ধারাবাহিক জনসাধারণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘স্পোর্টস ফর স্বচ্ছতা’, উৎসব-পরবর্তী পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব রেল তার কর্মী, যাত্রী এবং সাধারণ মানুষকে দায়িত্বশীল ও টেকসই পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গ্রহণে উৎসাহিত করেছে।

উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও দখলমুক্ত জমির মাধ্যমে নুঙ্গী রেলওয়ে স্টেশনের বৃহ রূপান্তরের উদ্যোগ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ শিয়ালদহ বিভাগের অধীনস্থ নুঙ্গী রেলওয়ে স্টেশনের সৌন্দর্যায়ন, যাত্রী সুবিধার উন্নয়ন এবং রেলের জমির যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে এক বড় ধরনের পুনর্বিকাশমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের দিকনির্দেশনায় পরিচালিত এই প্রকল্পটি, সুপরিকল্পিত পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অ-ভাড়া রাজস্ব বৃদ্ধি এবং যাত্রী সুবিধা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলের শিািয়ালদহ বিভাগের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সান্জেনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই ব্যাপক উদ্যোগের নির্মিতব্য এই মিনি মার্টির বার্ষিক এলাকার সমস্ত বেআইনি দখল

সফলভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদকৃত জমিকে সুস্থঞ্চল ও উৎপাদনশীল কাজের উপযোগী করে তোলা হয়েছে, যা স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং উন্নত যানবাহন চলাচলের পথ প্রশস্ত করেছে। এই উচ্ছেদ অভিযানের পর, স্টেশনে সুসংগঠিত পার্কিং ব্যবস্থার জন্য আনুমানিক ১৬,৬৬৫ বর্গফুট এলাকা ই-নিলামের মাধ্যমে ৬ বছরের চুক্তিতে ৭৫,৬১,৪৫১-টাকায.প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, ৫,৮৪০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে একটি নতুন ‘মিনি মার্ট’ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ‘ডেভেলপমেন্ট, অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স’ চুক্তির অধীনে নির্মিতব্য এই মিনি মার্টির বার্ষিক চুক্তি মূল্য ৬,১০,০০০- টাকা

(জিএসটি ব্যতিরেকে) এবং ১০ বছরের মোট চুক্তি মূল্য ৯৬,৭১,১৫২- টাকা (জিএসটি সহ)। ২০২৭ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এটি চালু হওয়ার কথা রয়েছে। এটি চালু হওয়ার কথা আরও জোরদার করতে স্টেশন উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে একটি আধুনিক ‘পে অ্যান্ড ইউজ’ শৌচালয় নির্মাণেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, এই উদ্যোগটি নুঙ্গী স্টেশনের সম্পূর্ণ রূপান্তরের প্রতীক-জমি পুনরুদ্ধার ও সুসংগঠিত পার্কিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক উন্নয়ন এবং উন্নত যাত্রী পরিষেবা প্রদান পর্যন্ত। এটি রেলের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ধারাবাহিক রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করবে।

বিজেপিতে ‘উপেক্ষা’র অভিযোগ ক্যান্টেনের, কংগ্রেসে ফেয়ার জল্পনা ঘিরে ফের চর্চা

১-৭ পাতার পর- বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ এবং তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অমরিন্দর সিংয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁানোর পর কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি হয়। এরপর তিনি নিজের দল পাঞ্জাব লোক কংগ্রেস গঠন করেন এবং পরবর্তীতে সেই দলকে বিজেপির সঙ্গে একীভূত করেন। এর মধ্যেই গত অগস্টে রাহুল গান্ধীর একটি মন্তব্যকে ঘিরে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। জেন-জি-৭র সঙ্গে এক আলাপচারিতায় বিজেপির কোনও নেতাকে তাঁর পছন্দের বলে জানতে চাওয়া বলে রাহুল গান্ধী অমরিন্দর সিংয়ের নাম উল্লেখ করেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং অমরি ঙ্দেরের সামরিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের কথাও উল্লেখ করেছিলেন রাহুল। সেই মন্তব্যের পর পাঞ্জাবের রাজনৈতিক মহলে অমরিন্দরের কংগ্রেসে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও অমরিন্দরের প্রত্যাবর্তনা নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে বলে এখনও জানা যায়নি। পাঞ্জাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলটি চলতি মাসেই জানিয়েছিলেন, অমরিন্দরকে দলে ফেরানো নিয়ে তাঁর সঙ্গে দলের কোনও আলোচনা হয়নি। অন্যদিকে, বিজেপি ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অমরিন্দর সিংও সরাসরি কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানাননি। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম, রাজনৈতিক দল ও নেতাদের অবস্থান সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু তাঁর মন্তব্যকে বিজেপি ছাড়ার ঘোষণা হিসেবে দেখা উচিত নয়। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও তিনি বিজেপিতে থাকার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। ফলে আপাতত অমরি ঙ্দের সিং বিজেপিতেই রয়েছেন। কিন্তু পাঞ্জাব নিয়ে দলের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ এবং রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক প্রশংসা-দুইয়ের যোগপত্রেরে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে জল্পনা অব্যাহত রয়েছে। আগামী দিনে অমরিন্দরের অবস্থান এবং বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোন দিকে যায়, সেটিই এখন নজরে।

চিকেন নেককেই হাতিয়ার করে শত্রু দমনের পরিকল্পনা মোদী সরকারের

১-৭ পাতার পর- ইতোমধ্যে ৫৬০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ কমান্ড সেন্টারগুলো এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে জরুরি পরিস্থিতিতেও নিরাপদ যোগাযোগ ও নিশ্চেনা বজায় থাকে। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বোমারু আশ্রয়কেন্দ্র এবং ভূগর্ভস্থ রেল ব্যবস্থা, যা যুদ্ধকালীন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও সরবরাহ ও সেনা চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সাহায্য করবে। শুধু প্রতিরক্ষা নয়, পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। গোথরপুর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ে করিডর নির্মাণের কাজ এগোচ্ছে, যা নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি দিয়ে চলবে। এর ফলে উত্তর ভারত থেকে শিলিগুড়ি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৌঁছানো অনেক দ্রুত ও নিরাপদ হবে। পাশাপাশি রিং রোড এবং সীমান্ত এলাকায় বাইপাস রোড তৈরি করা হচ্ছে, যাতে নেপাল ও ভূটানের সাথে যোগাযোগ সহজ হবে এবং মূল করিডরের উপর চাপ কমে। এই রাস্তাগুলো শুধু বেসামরিক যানবাহনের জন্যই নয়, সেনা ও সরঞ্জাম দ্রুত মোতায়েনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়াতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ৰক্তি কর্পসের নেতৃত্বে এলাসার নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নতুন গ্যারিসন স্থাপন, আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা এবং বিশদ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সব মিলিয়ে করিডরটিকে এখন ‘সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সংযোগ’ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। সেনা কর্মকর্তারা বলছেন, আগে যেখানে এই অঞ্চলকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা হতো, এখন সেখানে দ্রুত প্রতিক্রিয়া, লজিস্টিকস এবং গোয়েন্দা তথ্যের সময়স্র অনেক মজবুত হয়েছে।এই পদক্ষেপগুলো শুধু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্থানীয় মানুষের জীবনাব্যায়ও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ভালো রাস্তা, নিরাপদ পরিবহন এবং স্থিতিশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও এগিয়ে নেবে। চা বাগান, কৃষিপণ্য এবং পর্যটন খাতে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। একইসঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করবে।

NAME CHANGE
I, Antara Singha, W/O- Debdas De, resident of Vill- Kurmun, P.O.- Kurmun, P.S.- Debandhali, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN- 713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ANTARA DE vide Affidavit No.-8804 dated 16/02/2026 sworn before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman. That Antara Singha and Antara De both are same and one identical person.
NAME CHANGE
I,Manoyara Dhabak (Old Name) Son Of Late Usuf Dhabak ,Residing At Barachupia, P.o-Chupria,P.s.Han-skhali,Dist-Nadia,Pin-741502,West Bengal,Have Changed My Name And Shall Henceforth Be Known As Manowar Dhabak(New Name) As Declared Before The Ld,1st Class Judicial Magistrate Affitab Vide No,36678 At Ranagahat Dated 14/09/26, Manoyara Dhabak & Manowar Dhabak Both Are Same And Identical Person.
NAME CHANGE
I,Jahana Dhabak (Old Name) W/O Of Manowar Dhabak ,Residing At Barachupia, P.o-Chupria,P.s.Han-skhali,Dist-Nadia,Pin-741502,West Bengal,Have Changed My Name And Shall Henceforth Be Known As Jahanara Dhabak(New Name) As Declared Before The Ld,1st Class Judicial Magistrate Affitab Vide No,36679 At Ranagahat Dated 14/09/26, Jahana Dhabak & Jahanara Dhabak Both Are Same And Identical Person.



নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমাঃ ‘চোর চোর’ স্লোগানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গায়। বিভিন্ন অফিসে যাওয়ার পথে পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির দুই তৃণমূল কর্মাধ্যক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ ও তাঁদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মস্যা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বিবেক পোদার এবং খাদ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শশঙ্ক হালদার। একই ঘটনায় তাঁদের গাড়িচালক সুবিনয় পট্টনায়কে ও আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন অফিসে যাওয়ার পথে রামগঙ্গা এলাকায় ওই দুই কর্মাধ্যক্ষকে ঘিরে

প্রথমে উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, তাঁদের লক্ষ্য করে একদল মানুষ ‘চোর’ স্লোগান দিতে শুরু করেন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, একদল লোক তাঁদের ঘিরে ধরে মারধর শুরু করেন।মুহুর্তের মধ্যেবিক্ষোভের পরিস্থিতি হাতাহাতি ও গণগোলিহয়ের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।তবে ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে গাড়িচালক সুবিনয় পট্টনায়কের উপর হামলার অভিযোগ।

